ঐশবাণী ঘোষণা ও মঙ্গলসমাচার প্রচার

==========

ধর্মশাস্ত্র :

"সুতরাং যাও; তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর! তোমাদের যা কিছু আদেশ দিয়েছি, তা পালন করতে শেখাও। আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি!" *[মথি ২৮:১৯-২০]*

***মথি ২৮/১৬-২০*: "এদিকে যীশুর এগারোজন শিষ্য এবার গালিলেয়ায় চলে এসে সেই পর্বতে গেলেন, যেখানে যীশু তাদের যেতে বলেছিলেন। তাঁরা সেখানে যখন যীশুকে দেখতে পেলেন, তখন ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন, তবে তাঁদের কয়েকজনের মনে সন্দেহ দেখা দিল। যীশু তখন তাদের কাছে এসে বললেন : "স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যাও; তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর! তোমাদের যা কিছু আদেশ দিয়েছি, তা পালন করতে শেখাও। আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি!"**

[এছাড়া দ্র: : মার্ক ১৬:১৫। শিষ্য চরিত ১:৮]

প্রারম্ভিক প্রার্থণা :

হে স্বর্গীয় পিতা, তোমার পবিত্র আত্মাকে আমাদেরা ওপর প্রেরণ কর যেন তাঁর প্রভাবে আমরা এই পবিত্র ধর্মশাস্ত্রের বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত হই। আমাদের অন্তরে আলোড়িত কর আমাদের বিশ্বাসকে নবায়িত করার ইঁচ্ছা। গভীরতর করে তোল আমাদের সম্পর্ক তোমার পুত্র, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে, যেন আমরা সতত-ই এই সুসমাচারে বিশ্বাস রেখে জীবন যাপন করতে পারি। উন্মুক্ত কর আমাদের হৃদয় যেন আমরা শুনতে পারি তাঁর মঙ্গলসমাচার এবং প্রত্যয়ের সাথে তা প্রচার করতে পারি সকলের কাছে। অবিরল ধারায় বর্ষিত তোমার আত্মা-শক্তিতে আমাদের কর শক্তিমান, যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কথায় ও কার্যে সর্বদা মঙ্গলসমাচার-এর সাক্ষ্য বহন করতে পারি।

অনিশ্চয়তার মুহূর্তে, প্রভু, তুমি আমায় স্মরণ করে দিও তোমার সাক্ষ্য বহন করতে :

যদি আমি নই, তো কে করবে মঙ্গলসমাচার প্রচার?

যদি এখন নয়, তো কখন প্রচার করা হবে মঙ্গলসমাচার প্রচার ?

যদি মঙ্গলসমাচারের সত্য নয় তো কি বার্তা প্রচার করব আমি ?

হে পিতা ঈশ্বর, প্রার্থণা করি যেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে আমি শুনতে পাই নব মঙ্গলসমাচার প্রচার কার্যের আহবান; যেন গভীরতর করে তুলতে পারি আমার বিশ্বাস, প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করতে পারি মঙ্গলসমাচার এবং সাহসের সাথে সাক্ষ্য দিতে তোমার পুত্র, আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের, যিনি পবিত্রআত্মার সংযোগে, তোমার সঙ্গে, জীবিনময় ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বররূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন ॥

ভূমিকা :

ভৌগলিক দিক দিয়ে, কলিকাতা মহাধর্মপ্রদেশর এলাকা বেশ বিশাল । এর মধ্যে অন্তর্গত রয়েছে কলিকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনিপুর এবং বাঁকুড়া জেলাগুলি । জনসংখ্যা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচারে এই জেলাগুলি একে অপরের থেকে বেশ পৃথক ও বৈচিত্রময় । এই জেলাগুলির বিপুল জনসংখ্যার অধিকাংশ-ই ভীন্ন ধর্মে বিশ্বাসী । তবুও, খ্রীষ্টমন্ডলী তার বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে এই সব জেলাগুলিতে বিভিন্ন ভূমিকায় উপস্থিত আছে, বিশেষ করে শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তার অপরিমেয় অবদানের মাধ্যমে । এই জেলাগুলির মানুষও তাই আমাদের মধ্যস্থতা ব্যাকুলভাবে কামনা করে ।

পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীল এবং অধিকাংশ রাজ্যবাসী অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি সম্মান ও উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়ে থাকেন । রাজ্যের এই ধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি সত্বেও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ক্রমবর্ধমান মৌলবাদের চাঁপা উত্তেজনা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে । এই পরিপেক্ষিতেই খীষ্টমন্ডলীকে আরও সাহসী ও নির্ভীকভাবে ঐশবাণী ঘোষণা করতে আহবাণ করা হয়েছে । যেন ঐশরাজ্যের মূল্যবোধ উপস্থাপিত করে, মন্ডলী তার কথায় ও কাজের মাধ্যমে সকল মানুষের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে ।

ভাগ ১ : খ্রীষ্টমন্ডলীর শিক্ষা

"যখন সময় পূর্ণ হল, তখন পরমেশ্বর এই পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর আপন পুত্রকে ... মানুষের মুক্তিমূল্য দিতে ... যাতে আমরা হয়ে উঠতে পারি পরমেশ্বরের সন্তান ।" [গালা. ৪:৪-৭]

খ্রীষ্টের এই প্রেরণকার্যের দায়ীত্বভার এর পর অর্পন করা হয় খ্রীষ্টমন্ডলীকে, প্রভু যীশুর আদেশ অনসারে-ই : "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও, বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার ।" [মার্ক ১৬:১৫]

খ্রীষ্টের এই প্রেরণকার্যের দায়ীত্বভার আজও বহাল রয়েছে ।

[দ্র: ধর্মশিক্ষা, ৮৪৯-৫৫; ভাটিকান ২য়, মন্ডলীর প্রেরণকার্য বিষয়ক নির্দেশনামা (Ad Gentes Divinitus, "AG" no.2)]

খ্রীষ্টমন্ডলী নিজ প্রকৃতিগতভাবেই প্রৈরিতিক । বিশ্বজগতের সামনে মন্ডলী খ্রীষ্টকে তুলে ধরেছে তার ঐশবাণী ঘোষণার মাধ্যমে, তার পবিত্র সংস্কারগুলি (বিশেষ করে, খ্রীষ্টপ্রসাদ) দ্বারা এবং, গরীব ও অসুস্থদের জন্য, তার ন্যায় ও দানশীল কাজকর্মের মাধ্যমে । দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় (১৯৬২ - ৬৫), মন্ডলী তাই আরো জোরালো ও নবায়িত ঐশবাণী প্রচারের আহবান জানায় । প্রেরণকার্য বিষয়ক নির্দেশনামা, Ad Gentes-এ এই আহবান স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় :

"বর্তমান অবস্থার পরিপেক্ষিতে, যা মানবজাতির কাছে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীব ও বস্তুর পরিত্রাণ ও নবায়নের জন্যে পৃথিবীর লবণ ও জগতের আলো *[দ্র: মথি ৫:১৩-১৪]* স্বরূপ মন্ডলী লাভ করেছে আরো জরুরী আহবান, যেন সব কিছু-ই খ্রীষ্টে পুনঃস্থাপিত হয় এবং তাঁর মাধ্যমে মানবজাতি গড়ে তোলে এক পরিবার ও এক ঐশ জনগণ ।

প্রেরণকার্যের এই আহবান মহাসভার পরবর্তীকালেও দেওয়া হয়েছে । যেমন, ১৯৭৩ সালে কার্ডিনালদের ভ্রাতৃসঙ্ঘে দেওয়া ভাষণে পোপ ষষ্ঠ পল বলেন : "... শুধুমাত্র খ্রীষ্টিয় বার্তা-তেই আধুনিক যুগের মানুষ পেতে পারে তার সকল প্রশ্নের উত্তর এবং মানব সংহতির কর্মশক্তি ।"

নব ঐশবাণী প্রচার

পোপ ২য় জন পল অক্লান্তভাবে সকল খ্রীষ্টভক্তকে আহবান জানিয়ে গেছেন মঙ্গলবার্তা প্রচারের এই মহান কাজে সামিল হতে । বর্তমান অবস্থায় মানুষের সামনে উদ্ভব এই নতুন পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে পূণ্য পিতা তাই প্রায়সই "নব ঐশবাণী প্রচার"-এর কথা উল্লেখ করতেন । ১৯৯০-এ লেখা তাঁর ধর্মপত্র 'Mission of the Redeemer'-এ পোপ ২য় জন পল লিখেছেন : "আমার মনে হয় সেই সময়টি এখন উপস্থিত যখন খ্রীষ্টমন্ডলীকে তার সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োজিত করতে হবে এই নব প্রচারকার্যে ।"

এই ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তনশীল বিশ্বে, "নব ঐশবাণী প্রচার" বলতে আমরা কি বোঝাই? মন্ডলীর প্রেরণকার্য ও বার্তা কখন-ই বদলায় না । বরং যে বিশ্বে বা পরিমন্ডলে তা ঘোষণা বা প্রচার করা হয়, সেই জগৎটি-ই সদা পরিবর্তনশীল ।

পোপ ২য় জন পল 'Novo Millenio Ineunte' নামক তাঁর ধর্মপত্রে লিখেছেন : "আজ আমাদের সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করতে হবে এমন পরিস্থিতির যা বিশ্বায়নের পটভূমিকায় আরো বেশী বহুমুখী, আরো বেশী প্রতিযোগিতামূলক । এবং সেই সাথে সম্মুখীন হতে হবে এই পরিস্থিতির অনুবর্তী মানুষ ও সংস্কৃতির এক নতুন ও অনিশ্চিত সংমিশ্রণ-এর । বছরের পর বছর, আমি তাই নব ঐশবাণী প্রচারকার্যের আহবান সকলের কাছে করে এসেছি বার বার । ... অতএব, ঐশবাণী প্রচারের সত্যিকারের প্রেরণকার্য আমাদের চালাতে হবে এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে, নতুন পদ্ধতিতে এবং এক নতুন অভিব্যক্তি সহ ।"

খ্রীষ্টভক্তজনদের কাছে ঐশবাণী প্রচারের এই একই আহবান পূন্য পিতা করেছিলেন জপমালা প্রসঙ্গে ২০০২ সালে লেখা তাঁর ধর্মপত্র 'Rosarium Virginis Maria (RVS)-এ এবং ২০০৩ সালে খ্রীষ্টযাগ সম্পর্কিত ধর্মপত্র, 'Ecclesia de Eucharista-য় :

"তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনাতে আমি মন্ডলীর সামনে যে "কার্যক্রম" রেখেছিলাম তা হ'ল খ্রীষ্টকে নিবিষ্টভাবে অবলোকন করা এবং তা মা মারীয়ার সাথে-ই করা । ঐশবাণী প্রচারের এই নতুন প্রচেষ্টার উদ্দীপনা নিয়ে আমি মন্ডলীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ইতিহাসের গভীর সমুদ্রে পারি দিতে ।"

সকল কাথলিক ভক্তগণের প্রতি আহবান

ঐশবাণী প্রচারকার্য আমাদের সকলের-ই চিন্তার বিষয় । ঐতিহ্যগতভাবে, যাজক ও ধর্মব্রতীগণ-ই মন্ডলীর প্রেরণকার্যের সাথে যুক্ত । কিন্তু, সাধারণ ভক্তজনের সুবিধা এই যে তারা তাদের রোজকার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অনায়াসে খ্রীষ্টকে লোকের মাঝে প্রকাশ করতে পারে । বহুক্ষেত্রে, শুধুমাত্র সাধারণ ভক্তজনের মধ্য দিয়ে-ই অন্য ধর্মের মানুষেরা খ্রীষ্ট ও তাঁর বাণী জানতে পারে । পরিবার ও কর্মক্ষেত্র - এই দুইটি জায়গাতেই সাধারণ ভক্তজন তাদের কথায় ও কাজের মাধ্যমে খ্রীষ্টিয় সমাজের নবায়নে ও ঐশবাণীর ঘোষণায় এক অপরিহার্য বার্তাবহ হয়ে উঠতে পারে । *[দ্রঃ ধর্মশিক্ষা, ৮৯৭-৯০০]*

যাজক ও ধর্মব্রতীগণ, সাধারণ ভক্তজনের সেবায় তাদের আরো পবিত্র ও কার্যকরী ঐশবাণী প্রচারক হয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে । পরিবর্তে, এই সাধারণ বাণী প্রচারকগণ ধর্মান্তরিতদের পবিত্র সংস্কারগুলি গ্রহনে ও তাদের আধ্যাত্মিক গঠনে উৎসাহিত করতে পারবে । তাই ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রসার-কার্যের পুরোভাগে-ই রয়েছে এই সাধারণ ভক্তজনেরা ।

ঐশবাণী প্রচার শুধুমাত্র একটি সংখ্যার খেলা নয় । কার্যত, ব্যক্তিগতভাবে কোন খ্রীষ্টভক্ত এর মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট ফলাফল না-ও দেখতে পারে । কিন্তু তবুও, "ঐশরাজ্য যেন একটি সর্ষে বীজের-ই মত : তা যখন মাটিতে বোনা হয়, তখন পৃথিবীর আর সমস্ত বীজের চেয়ে তা ছোটই থাকে; কিন্তু একবার বোনা হলে তা বেড়েই ওঠে, তা অন্য যত শাকের চেয়ে বড়ই হয় ....। *[মার্ক ৪:৩১-৩২]*

ঐশরাজ্যের রহস্য এই যে "মন্ডলী একই সময়ে একটি বৃহৎ বৃক্ষ ও এক অতি ক্ষুদ্র বীজের মত ।" খ্রীষ্টভক্তগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে বীজ বপন করে এবং ঈশ্বর তাঁর আপন সময়ে তা পরিপূর্ণ করেন এক সমৃদ্ধ ফসলে ॥

ভাগ ২ : আলো ও ছায়া পরিস্থিতি

২.২ আলো পরিস্থিতি

- ব্যান্ডেল ও শিয়ালদহ বৈঠকখানায় আমাদের দু'টি তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্র আছে ।
- ধর্মশিক্ষা দানে আমাদের মহাধর্মপ্রদেশে বেশ কয়েকজন প্রশিক্ষিত কর্মী আছে ।
- এই প্রেরণকার্যের জন্য সেলেশিয়ান (Salesian)-দের ধর্মশিক্ষা কেন্দ্র, নিতিকা (Nitika)-য় উপযুক্ত ধর্মপ্রচারক তৈরী করা হয় ।
- আমাদের প্রেরণকার্য কেন্দ্রগুলিতে বেশ কয়েকজন সহৃদয় ধর্মপ্রচারক আছে ।
- পশ্চিমবঙ্গ এক সহনশীল রাজ্য এ ব্যেখানে খ্রীষ্টধর্মকে বেশ সম্মান করা হয় । শহরের বহু জায়গায় মাদার টেরেসা-র প্রতিমূর্তি স্থাপন ও পার্ক সারকাস্-এর এক ট্রাফিক আইল্যান্ড-এ সাধু জন বস্কো-র মূর্তি স্থাপন থেকে এটা বেশ স্পষ্ট ।
- কলিকাতা মহাধর্মপ্রদেশের সকল গীর্জায় ও প্রেরণকার্য কেন্দ্রগুলিতে বড়দিনের গোশালা পরিদর্শন করতে সকল ধর্মের মানুষ ভীড় করে থাকে । খ্রীষ্টের সুসামাচার সকলের কাছে পৌছে দিতে মন্ডলীর কাছে এটি এক সুবর্ণ সুযোগ ।
- পূণ্য শুক্রবারের পদযাত্রা, ইস্টার সমাবেশ (Easter Rally) ও ইউনিটি অক্টেভ (Unity Octave)-এর মত খ্রীষ্টিয় উদযাপনগুলি এক সম্মিলিত খ্রীষ্ট সাক্ষ্যদানে বিশেষ অবদান রাখে ।
- খ্রীষ্টপ্রসাদীয় পদযাত্রা ঐশবাণী প্রচারের এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মুহূর্ত ।
- 'বাইবেল কনভেনশন' ও 'আরোগ্য শিবির'-গুলির জনপ্রিয়তা অন্য ধর্মবিশ্বাসী বহু মানুষকে আকৃষ্ট করে যীশু-র বাণী শুনতে, তাঁর শান্তি ও আনন্দ অনুভব করতে এবং অনেক সময় আরোগ্য লাভ করেতেও ।
- স্বর্গধন্যা মাদার টেরেসা-র পবিত্র ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিশনারী অফ চ্যারিটি দ্বারা বিশেষ সেবাকার্য ঐশবাণী প্রচারকার্যের এক জোড়ালো সাক্ষ্য ।

- গত কয়েক বছর ধরে কলকাতার পার্ক স্ট্রীটে আয়োজিত "কলকাতা ক্রীসমাস কার্নিভাল" ঐশবাণী প্রচারের এক বিশেষ মাধ্যম হয়ে উঠেছে ।
- শহরের বিভিন্ন শপিং মল, ক্লাব, হোটেল, রেস্তোঁরা, পার্ক ও অন্যান্য সার্বজনিক জায়গায় বড়দিনের গান বা ক্যারলস গাওয়া হয়ে থাকে ।
- টি ভি - রেডিও-র মত সংবাদমাধ্যম বড়দিনের মধ্যরাত্রির খ্রীষ্টযাগ ও বড়দিন উপলক্ষে অন্যান্য অনুষ্ঠান সাগ্রহে সম্প্রচারিত করে থাকে ।
- আমাদের মিশনারী স্কুলগুলি ঐশবাণী প্রচারের এক বিশেষ মাধ্যম ।
- ব্যবসায়িক সংস্থাগুলোয় কর্মরত বহু কাথলিক ভক্তগণ তাদের বিশ্বাসের অপার সাক্ষ্য বহন করে থাকে ।
- আমাদের প্রেরণকার্য এলাকা থেকে ঐশ আহবানে অধিক সংখ্যায় ভক্তজনের সাড়া দেওয়া আমাদের সক্রীয় ধর্মপ্রচার কর্মীদের কাজের সুফল ।
- আমাদের সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং কারাগারে বন্দিদের প্রতি সেবাদায়ীত্বও মঙ্গলসমাচার প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে ।

২.২ ছায়া পরিস্থিতি

- বাণী প্রচারক হিসেবে আমাদের নিজস্ব দায়ীত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা ।
- সেবা দায়ীত্বে সাংগঠনিক ও প্রতিষ্ঠানগত প্রয়োগ কৌশল ঐশবাণী প্রচারে বাঁধার সৃষ্টি করে ।
- ঐশবাণী প্রচার কার্যে যুক্ত অধিকাংশ ধর্মপ্রচারক, বিশেষ করে যাজক ও ধর্মব্রতীগণ, তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানিক কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন এবং প্রচার কার্যের পুরোধায় থাকতে বিশেষ ইচ্ছা বা বদান্যতা দেখান না ।
- ধর্মশিক্ষকদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, গঠন ও পারিশ্রমিক ।
- দ্বিতীয় ভাটিকান সম্বন্ধে ধারণা ও পরবর্তীকালে অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস ঘিরে ঐশতাত্বিক আলোচণা ও ঘটনা প্রবাহ, ঐশবাণী প্রচারের উদ্দ্যম-কে অনেকটাই দমিয়ে দিয়েছে ।

- আমরা কাথলিকেরা – যাজক ও সাধারণ ভক্তগণ দুই-ই – খ্রীষ্টকে প্রত্যক্ষভাবে জনসমক্ষে প্রচার করতে ভয় ও লজ্জা পেয়ে থাকি।
- যাজক ও ধর্মব্রতী গঠনের প্রেরণকার্যে মনোযোগ ও প্রয়াসের অভাব।
- কাথলিক যাজক, ধর্মব্রতী ও সাধারণ ভক্তজনের মধ্যে স্বকীয়তা, বস্তুবাদ ও শ্রেয়বাদের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ঐশবাণী প্রচারের জন্য আমাদের আবেগ ও আগ্রহকে অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে।
- খ্রীষ্টমন্ডলীও অনেক সময় বিভিন্ন সামাজিক বিষয়, যা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে, তার ওপর বিবৃতি বা মন্ডলীর বক্তব্য রাখতে পিছপা হয়। এর ফলে, বৃহত্তর সমাজে আমরা, কাথলিকেরা, দিনে দিনে আরো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছি।

ভাগ ৩ : লক্ষ্য নির্ধারণ

- সুসমাচারের প্রচার দ্বারা ঐশরাজ্য স্থাপন করা।
- সকল খ্রীষ্টভক্তকে ঐশবাণী ঘোষণা ও মঙ্গলসমাচার প্রচারে তাদের প্রাথমিক দায়ীত্ব সম্বন্ধে অবগত করা।
- কলিকাতা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত সাতটি জেলার সবক'টি মহকুমা ও উপ-জেলায় ঐশবাণী প্রচার কার্যের জন্য খ্রীষ্টিয় প্রেরণকর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

ভাগ ৪ : কর্ম ক্রিয়া পরিকল্পনা

- প্রতিটি ধর্মপল্লীতে ঐশবাণী ঘোষণা ও প্রচারের জন্য একটি করে কেন্দ্র স্থাপন করা।
- সকল প্রচারককে কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- প্যারিশ, ডীনারী ও ধর্মপ্রাদেশিক স্তরে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে (মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক) পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা।
- সকল যাজক, ধর্মব্রতী, ধর্মপ্রচারক ও সধারণ ভক্তজনকে ঐশবাণী ঘোষণার কাজে উদ্দীপিত করা।

- পবিত্র বাইবেল-এর ওপর নিয়মিত অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানের আয়োজন করা ।
- ঐশবাণী ঘোষণা ও মঙ্গলসমাচার প্রচার কার্য সম্বন্ধে প্রতিটি ধর্মপল্লীর সকল খ্রীষ্টভক্তকে আরো গভীরভাবে সচেতন করে তোলা ।
- মঙ্গলসমাচার প্রচার সম্বন্ধে সকলের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।
- সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের জাতীয়-স্তরের শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো ।
- বড়দিন, পূণ্য শুক্রবার ও পুনরুত্থান রবিবার-এর মত পর্বদিবসগুলি-কে খ্রীষ্টবাণী প্রচারের জন্য ব্যবহার করা ।
- আমাদের স্কুল, কলেজ ও সামাজিক কেন্দ্রগুলিতে যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর বাণী সম্বন্ধে অবগত হতে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ও সাধারণ মানুষকে সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া ।

ভাগ ৫ : আলোচনার জন্য প্রশ্নমালা

- আমরা কি খ্রীষ্ট ও তাঁর বাণীকে আমাদের কথায় ও কাজের মাধ্যমে প্রচার করি ?
- খ্রীষ্টমন্ডলীতে সাধারণ ভক্তজনের গুরুত্ব ও প্রেরণকার্যে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । কিন্তু আমরা কি আমাদের নিজস্ব ভূমিকা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ?
- মন্ডলীতে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তজনেরা-ই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ । যাজক ও ধর্মব্রতীগণ সেখানে খুব-ই অল্পসংখ্যক । আমরা কি মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্য শুধুমাত্র এই সংখ্যালঘু অংশের ওপর ভরসা করে থাকব ? আমরা কি ভাবে সত্যিকারের প্রেরণকর্মী হয়ে উঠতে পারি তার সুনির্দিষ্ট উপায় উল্লেখ করুণ ।
- নব ঐশবাণী ঘোষণা ও প্রচারকার্যে মহিলা ও যুব সম্প্রদায় কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ?
- ঐশবাণী প্রচারে আমাদের অনীহা ও অনাগ্রহ-ই কি যাজকত্ব ও সন্ন্যাস-জীবনে সে রকম সাড়া না পাওয়ার কারণ ?

- ❖ আমাদের সন্তানদের ছোট ছোট প্রেরিতদূত হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের পিতা-মাতা ও শিক্ষকগণ কি ভূমিকা পালন করতে পারে ?
- ❖ আমরা কি ভাবে "ধর্মপ্রচার রবিবার" ও "পবিত্র শৈশব রবিবার" দিবসগুলিকে আমাদের ব্যক্তিগত ঐশবাণী প্রচারের সুযোগ করে তুলতে পারি ?

উপসংহার

ঐশবাণী ঘোষণা হল যীশুখ্রীষ্টের মঙ্গলসমচার-কে সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির সাথে ভাগ করে নেওয়া । এই নির্দেশ যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেই তাঁর শিষ্যদের দিয়েছিলেন তার বিবরণ আমরা পাই মথি রচিত মঙ্গলসমাচার ২৮:১৯-২০ :

" ... যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর ! তোমাদের যা কিছু আদেশ দিয়েছি, তা পালন করতে শেখাও । "

এই নির্দেশের আলোকেই পূণ্য পিতা, পোপ ফ্রান্সিস্, তাঁর প্রৈরিতিক সম্ভাষণ "Evangeli Gaudium"-এ সকল খ্রীষ্টভক্তকে এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেন যে তারা যেন তাদের সুখ- স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে খ্রীষ্টের মঙ্গলবার্তা সেই সকল প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে যেখানে এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে ।

সমাজের যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বাস করি তা আমাদের সকলকে নতুন ভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে, উপরে উল্লেখিত আলো-ছায়া পরিস্থিতিগুলির বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে, কি কি উপায়ে অমরা খ্রীষ্টের বাণী আধুনিক যুগের সকল মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি ।

পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সহনশীলতার ঐতিহ্য ও সকল ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পটভূমিকায় আমরা কিন্তু খুব চমৎকারভাবেই ঐশবাণী ঘোষণা ও মঙ্গলসমাচার প্রচারের কাজ সম্পন্ন করতে পারি । অতএব, আমাদের সকলকেই তাই আহবান জানানো হচ্ছে, বর্তমান আলো পরিস্থিতিগুলিকে আরো সুদৃঢ় করে এবং ছায়া পরিস্থিতিগুলির উন্নতি ঘটিয়ে, আমরা যেন খ্রীষ্টের সুসমাচার সমাজের সকল স্তরে পৌঁছে দি-ই ॥

সমাপন প্রার্থণা :

হে মা মারীয়া, কুমারী ও জননী, পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ও তোমার বিনম্র বিশ্বাসের গভীরতায় তুমি তোমার পুত গর্ভে ধারণ করেছিলে জীবন-বাক্য-কে। যে ভাবে তুমি নিজেকে সমর্পণ করেছিলে সেই অনন্ত স্বত্তার কাছে, তুমি আমাদের সাহায্য করো, মা, আমরাও যেন একই ভাবে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার আহবানে সাড়া দিতে পারি।

নব ঐশবাণী ঘোষণার তারকা তুমি, মা! তুমি আমাদের সাহায্য করো যেন আমরা একাত্মতা, সেবা, উদ্দীপ্ত ও উদার বিশ্বাস এবং দরিদ্রদের প্রতি ন্যায় ও ভালবাসার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করতে পারি। যেন মঙ্গলসমাচারের আনন্দময় বার্তা আমরা বিশ্বের কোণে কোণে, এমন কি আমাদের মহাধর্মপ্রদেশের প্রান্ত-সীমায়, পৌঁছে দিতে পারি।

জীবন্ত মঙ্গলসমাচারের মাতা তুমি! পরমেশ্বরের সন্তানদের সুখভান্ড তুমি! আমাদের জন্য প্রার্থণা কর, মা। আমেন। আলেলুইয়া!

- 0 -